।) পশুপুষ্টি ও ভেটেরিনারি মেডিসিনাল প্রোডাক্টস আমদানির ক্ষেত্রে অনুসরনীয় আইন, বিধি, ও পদ্ধতিঃ-

১। অর্থ মন্ত্রণালয়ের (অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ) ৬ জুন ২০১৩ প্রজ্ঞাপনের আলোকে আমদানিকারককে অবশ্যই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত পোল্ট্রি অথবা গবাদি পশু প্রতিষ্ঠান অথবা এনিমেল হেলথ কোম্পানি অথবা পোল্ট্রি লাইভস্টক ও ফিড প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান হতে হবে। (সংযুক্তি-১)

২। মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ সনের ২নং আইন এর ধারা ৬ অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে আমদানি/রপ্তানিকারককে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। (সংযুক্তি-২)

৩। পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ এর (বিধি-৩(১) মোতাবেক আমদানি লাইসেন্স এর জন্য তফসিল-১১ এর ফরম-২ অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে আবেদন করতে হবে এবং উক্ত তফসিল এর ফরম-৫ অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্তির পর আমদানিকারক পণ্য আমদানির জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে আবেদন করতে পারবেন। (সংযুক্তি-৩, ৪)

৪। লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য পশুখাদ্য বিধিমালা-২০১৩ এর তফসিল-৩ এর শর্তাবলী পূরন করতে হবে। (সংযুক্তি-৫)

৫। পণ্য আমদানির জন্য আবেদন পত্রের সাথে আমদানিকৃত পণ্যের প্রফরমা ইনভয়েস, পণ্যের লিটারেচার, টেষ্ট রিপোর্ট/এনালাইসিস রিপোর্ট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের লাইসেন্স, এনিমেল হেলথ কোম্পানির সদস্য সনদ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে।

৬। মৎস্যখাদ্য, হাঁস-মুরগির খাদ্য ও পশুরখাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি নীতি আদেশ "২০১২-১৫" এর অনুচ্ছেদ-১৭- এর শর্তাদি অনুসরণ করতে হবে। (সংযুক্তি-৬)

৭। আমদানিতব্য পশুপুষ্টি উপকরণ পশুখাদ্য বিধিমালা-২০১৩ এর তফসিল-১-এর তালিকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে হবে। (সংযুক্তি-৭)

৮। অধিদপ্তরের নির্ধারিত মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে ক্যাটাগরি-২ এর আমদানি লাইসেন্স ও আবেদিত পণ্য আমদানির অনুমোদন প্রদান করা হয়ে থাকে।

৯। পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩ এর তফসীল-১২-তে বর্ণিত নির্ধারিত ফিস্ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রদান করতে হবে। (সংযুক্তি-৮)